গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
বাংলাদেশ সচিবালয়, ঢাকা।

মনিটরিং প্রতিবেদন

আমরা নিম্নস্বাক্ষরকারী কর্তৃক বিগত ২৪/০৭/২০১৯ খ্রি: তারিখে জাতীয় মহিলা সংস্থা কর্তৃক বাস্তবায়নাধীন গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) মানিকগঞ্জ জেলাস্থ জাগির কেন্দ্র মনিটরিং / পরিদর্শন করি। পরিদর্শনকালীন কর্মসূচি পরিচালক এ.কে.এম ইয়াহিয়া, মানিকগঞ্জ জেলা শাখার নির্বাহী কর্মকর্তা, সংস্থা ও ডে-কেয়ার সেন্টারের অন্যান্য কর্মকর্তা / কর্মচারী উপস্থিত ছিলেন। পরিদর্শন পূর্বক নিম্নোক্ত পরিদর্শন প্রতিবেদন দাখিল করা হলো:

১। কর্মসূচির নাম: গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়) মানিকগঞ্জ জেলা, জাগির কেন্দ্র।

২। কর্মসূচির মেয়াকাল: জানুয়ারী ২০১৮ হতে ডিসেম্বর ২০২০ পর্যন্ত।

৩। কর্মসূচি শুরুর তারিখ: ০১/০১/২০১৮ হতে

৪। জনবলের বিবরণ: কর্মসূচির অনুমোদিত দলিল মোতাবেক নিম্নোক্ত জনবল কর্মরত রয়েছে-

ক) বিচিত্রা সরকার - ডে-কেয়ার ইনচার্জ।
খ) ডালিয়া সুলতানা - শিক্ষিকা।
গ) আমেনা বেগম - আয়া
ঘ) নাছিমা আক্তার - আয়া।
ঙ) শামিম মিয়া - নাইট গার্ড।

৫। সুবিধাভোগী শিশুদের গড় সংখ্যা:
গড় উপস্থিতি ৩০ জন।

৬। কর্মসূচির মোট বরাদ্দ ও ব্যয়ের বিবরণ:

২০১৮-২০১৯ অর্থ বছরে কর্মসূচির মোট খাতওয়ারী প্রাপ্ত বরাদ্দ ১৪,৯৯,৩০৫.৮৪ লক্ষ টাকার বিপরীতে ব্যয় হয়েছে ১৪,৮৬,৭০৬.১৭ টাকা অব্যয়িত ৫,৫৭৯/- টাকা ব্যাংক স্থিতি রয়েছে। বরাদ্দকৃত অর্থ যথাসময়ে যথাযথভাবে খাতওয়ারী ব্যয় করার জন্য নির্দেশনা প্রদান করা হয়েছে।

৭। কর্মসূচির বাস্তব অগ্রগতি:

প্রধান কার্যালয় থেকে প্রদত্ত বরাদ্দ অনুযায়ী পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচির ২য় পর্যায়ের অফিস সরঞ্জাম ক্রয় করা হয়েছে এবং পিপিএনবি অনুযায়ী কর্মকর্তা / কর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছে। পিপিএনবি অনুযায়ী সুবিধাভোগী শিশুদের দিবাকালীন সেবা দেয়া হচ্ছে। শিশুদের বিনোদনের জন্য প্রয়োজনীয় খেলনা সামগ্রী রয়েছে। ডে-কেয়ার সেন্টারে শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যার জন্য প্রয়োজনীয় ঔষধ ও সরঞ্জাম সংরক্ষিত রয়েছে।

৮। বর্তমান সমস্যা:

ডে-কেয়ার সেন্টারের আসন সংখ্যা সীমিত ও চাহিদার তুলনায় অপ্রতুল। ডে-কেয়ার সেন্টারের চাহিদার প্রেক্ষিতে সার্বক্ষনিক ১জন ক্লিনার জরুরী ভিত্তিতে নিয়োগ করা অত্যাবশ্যক।

৯। সুপারিশ/মতামত:

ডে-কেয়ার সেন্টারের কার্যক্রম ভবিষ্যতে সংস্থার আওতায় প্রতিটি জেলায় ১টি ডে-কেয়ার সেন্টার স্থাপন করা যেতে পারে। এছাড়া বাচ্চাদের আসন সংখ্যা ৩০ থেকে ৫০ উন্নীত করার বিষয়টি বিবেচনা করা যেতে পারে। একই সাথে জনবল নিয়োগে মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়ের অন্যান্য ডে-কেয়ার সেন্টারের সাথে সমতা করা হলে অধিকসংখ্যক কর্মজীবী মহিলা এ ডে-কেয়ার সেন্টারের মাধ্যমে উপকৃত হবে। শিশুর সংখ্যা বৃদ্ধি পাওয়ায় ডে-কেয়ার সেন্টারে আরও কিছু খেলনা সরবরাহ করা যেতে পারে। খাদ্য সরবরাহকারীর নিকট থেকে শিশু খাদ্য প্রাপ্যতা অনুযায়ী বুঝে নেয়ার জন্য পরামর্শ দেয়া হলো। শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ সার্বিক বিষয়ে উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য কর্মসূচি পরিচালকসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে নির্দেশনা প্রদান করা হলো।

১০। অভিমত:

মানিকগঞ্জ জেলার জাগির এলাকায় পরিচালিত ডে-কেয়ার সেন্টারটির অবস্থান, পরিবেশগত অবস্থা, সুবিধাভোগী শিশুদের খাবার ব্যবস্থা, প্রাক প্রাথমিক শিক্ষা ব্যবস্থা, ইনডোর গেইমস কার্যক্রম মোটামুটিভাবে সন্তোষজনক বিবেচিত হয়। পরিষ্কার পরিচ্ছন্নতা, অফিস ব্যবস্থাপনা কার্যক্রম এবং শিশুদের প্রাথমিক স্বাস্থ্য পরিচর্যাসহ সার্বিক বিষয়ে উন্নয়নের দিকে লক্ষ্য রাখার জন্য ডে-কেয়ার সেন্টারে কর্মরত কর্মচারীদের এবং স্থানীয় ডে-কেয়ার সেন্টার বাস্তবায়ন কমিটিকে সচেতন হওয়ার পরামর্শ দেয়া হলো।

(মোসা: ফেরদৌসী বেগম)
উপ-সচিব (বাজেট ও অডিট)
মহিলা ও শিশু বিষয়ক মন্ত্রণালয়
এবং
সদস্য, মনিটরিং কমিটি
গার্মেন্টস ও কারখানার নারী শ্রমিকদের সন্তানদের
জন্য ডে-কেয়ার সেন্টার কর্মসূচি (২য় পর্যায়)
জাতীয় মহিলা সংস্থা।